অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাস বিবরক-এর বাচনে তিনি 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে বিরসার আত্মবোধ জাগরণের মুহূর্ত বর্ণনায় আমাদের জানাচ্ছেন,----

"অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ-ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ-ভারতের কালো মানুষেরা জঙ্গলকে মা বলে জানে।'

আত্মজিজ্ঞাসার তাড়নায় অশান্ত বিরসা যখন বন্দগাঁওয়ে আনন্দ পাণ্ডের বৈষ্ণব আশ্রমে ভজন-পূজনে আত্মার শান্তি খুঁজছিল তখন ভরমি, দাসো আর মাতারি সিগরিডা থেকে এসে তাকে পালামৌ, মানভূম আর সিংভূমে ইংরেজ সরকারের দ্বারা 'জঙ্গলা কানুন' জারি করে জঙ্গল থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার ঘটনা জ্ঞাপন করে। তারা জানায়,---

" ...ঢোল দিয়া দিয়াছে সকল গ্রামে, সকল খাস জমি জঙ্গলের আপিস নিয়ে নিল। জঙ্গলে আমরা লাখো-লাখো চাঁদ ধরে গাইছাগল চরায়েছি, জঙ্গল হতে কাঠ আনাছি। হা বিরসা! জঙ্গল তো নিয়াই নিয়াছে। এখন হতে কেউ গাই-ছাগল চরাতে পারবে না জঙ্গলে। জঙ্গল হতে কাঠ-পাতা-মধু আনতে পারবে না। শিকার খেলতে পারবে না। জঙ্গলের ভিতর যত গ্রাম আছে, সব উচ্ছেদ করে দিল।"

মর্মবিদারক ঘটনা শুনে তীব্র-তীক্ষ্ণ উচ্চারণে, বিরসা একটাই শব্দ উচ্চারণ করে—'না!' উপন্যাস বিবরক মহাশ্বেতা সেই উচ্চারণের পর লেখেন, 'বীরসা চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওর রক্তে বসে চুটুয়া আর নাগু চেঁচিয়ে উঠেছিল।...বীরসা বলেছিল 'না'। ও বলেনি, ওর রক্ত ওকে দিয়ে কথাটা বলিয়েছিল। ও বলেনি, সমস্ত কৃষ্ণ-ভারত আর সকল কালো মানুষ ওকে দিয়ে কথাটা বলিয়েছিল।'

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের আখ্যানে তিনি বিবৃত করেছেন বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯০০ সালের ৯ জুন রাঁচির জেলে মৃত্যু পর্যন্ত মুণ্ডা জাতির ধারাবাহিক সুশৃঙ্খল স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের কাহিনি। ইতিহাসকে ভিত্তি করেই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। কিন্তু শুধুই এক ব্যর্থ সংগ্রামের কাহিনি নির্মাণই লেখিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তিনি এই সংগ্রামের বৈধতা নির্মাণের জন্যেই নামকরণে 'অধিকার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবে। কেননা এই উপন্যাস সম্পর্কে
ব্যক্তিগত অভিমত জ্ঞাপনে তিনি বলেন,---

'অরণ্যের অধিকার' লেখার জন্য বিরসা মুণ্ডার চরিত্র আমাকে গভীর প্রভাবিত করেছিল। তার ওপর আদিবাসীদের মূল সমস্যাগুলির বিষয়টি তো ছিলই। তারা এখনো উপেক্ষিত, নিপীড়িত। সমাজের মূল স্রোত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। উপন্যাস লেখার নেপথ্যে কাহিনি বিবৃতিতে লেখিকা আদিবাসীদের মূল ধারার ভারতীয় জীবন থেকে 'উপেক্ষিত' ও 'নিপীড়িত' হওয়ার কথা স্পষ্টতই ব্যক্ত করেছেন। স্বভাবতই এই বঞ্চনা তাদের প্রাপ্য ছিল না। কেননা যে ভূমিখণ্ডে আদিবাসী মুণ্ডাদের বসবাস, তা স্বাধীন ভারতেরই অন্তর্গত। ব্রিটিশের শাসন উৎখাত করতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উনিশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন জাতি, ধর্মের মানুষ যেমন চেষ্টা করে গেছে, এই আদিবাসীরাও তার ব্যতিক্রম নয়।"

উপন্যাসেও মহাশ্বেতার মূল লক্ষ্য স্বাধীন ভারতে অবিচার-লাঞ্ছিত এই মুণ্ডা জাতির নির্মোহ অনাসক্ত
গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা। এমন মনোভঙ্গি থেকেই লেখিকা ইতিহাস ও কল্পনা সমন্বয়ে 'অরণ্যের অধিকার'-এর কাহিনি-নির্মাণ করেছেন। অতএব বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে উপন্যাসের 'অরণ্যের অধিকার' নামকরণ যথার্থ, সার্থক ও সঙ্গতিপূর্ণ নিঃসন্দেহে।

অরণ্য এই উপন্যাসে শুধুমাত্র জৈব-নৈসর্গিক জীবনধারা নয়, বরং জীবিতও হয়ে প্রাচীন মুণ্ডা প্রথা-পদ্ধতিকে উন্মিলিত করে তার মায়ের তীব্র বিরাগ-ভর্ৎসনায় ক্রুদ্ধ বাসের সঙ্গে স্পর্শকাতর সত্তা। অষ্টম পরিচ্ছেদে বিরসা যখন উন্মাদব তখন অস্থির জীবন জিজ্ঞাসায় কাতর থেকে পাঠক হয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। উপন্যাসে দেখা যায় অবতারত্ব অর্জনের পূর্ব মুহূর্তে বিরসা অরণ্যদেবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংলাপে লিপ্ত,---

'হা জঙ্গল! তুমি বল না কেনে, তোমার দয়া কেড়ে নিবার হক, কারো নাই ?'

বিরসার এই সংলাপ অরণ্যকে উদ্দেশ্য করে। অর্থাৎ বর্ণনাকারিণী 'ভগবান' বা অরণ্যদেবীকে বিরসার মন নিয়ে অবলোকন করছেন না।

এরপর উপন্যাসে বেশ কয়েকবার অরণ্য জননীকে অনুভব করছে বিরসা । বাস্তবিক মুণ্ডাদের অধিকার হরণ করে জঙ্গল অধিকৃত হয়েছিল জমিদার মহাজন শ্রেণির হাতে। এই অধিকৃত বা বেদখল হয়ে যাওয়া আরণ্যক জনজাতির জীবনের 'পুরানো দখল' ফিরে পাবার অভিমুখেই চালিত হয়েছে বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডাদের 'উলগুলান'-এর প্রস্তুতি। সেই সূত্রে 'অরণ্যের অধিকার" নামকরণ কেন্দ্রীয় ভাবনার দ্যোতনা বহন করেছে নিঃসন্দেহে। বিরসার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা বর্ণনাও মুণ্ডাদের অরণ্যের অধিকার ফিরে পাবার প্রসঙ্গকেই গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে ।

বিরসা মুণ্ডা চরিত্রকে মধ্যমণি করে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার আশৈশব বিবর্তন দেখানো হয়েছে। সেই বিবর্তনে আবার ব্যক্তিগত জীবনবিকাশের মুখ্য অভিমুখকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমান্তরালে বয়ে চলেছে। বিরসার জন্ম যে জাতি-শ্রেণীতে, অর্থাৎ মুণ্ডা জাতির স্পন্দিত ইতিহাস। এই মুণ্ডা জাতির জীবন আবার জল-মাছের সম্পর্কের সাধর্মে অরণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অরণ্যের জীবিত থাকা তার গর্ভবাসী মুণ্ডার প্রাণস্পন্দনের শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত। অতএব ব্যঞ্জনার্থেও বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বাধীন মুণ্ডা জনজাতির পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম-কেন্দ্রিক উপন্যাসের 'অরণ্যের অধিকার' নামকরণ সার্থক হয়েছে, যা পাঠককে উপন্যাসের ভাব ও ভাবনালোক তথা বিষয়ের গভীরে পৌঁছে দেয় অনায়াসে।